প্রথম আলো

তারিখ 11 NOV 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ভাঙনের হুমকিতে ২০টি বিদ্যালয়

শরীয়তপুর প্রতিনিধি ●

শরীয়তপুরে পদ্মা ও মেঘনা নদীর ভাঙন অব্যাহত থাকায় ২০টি বিদ্যালয়ের ভবন হুমকির মুখে পড়েছে। এখনই ভাঙন ঠেকাতে ব্যবস্থা না নিলে বিদ্যালয়ের ভবনগুলো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, পদ্মা ও মেঘনার তীরের ১৯টি প্রাথমিক ও একটি উচ্চবিদ্যালয়ের ভবন ঝুঁকিতে রয়েছে। নদীর তীর থেকে পাঁচ থেকে ৫০ ফুট দূরে এসব বিদ্যালয়ের ভবন দাঁড়িয়ে আছে।

ডুরিরচর বেপারীকান্দি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী আহাম্মেদ বলেন, 'আমার বিদ্যালয়ে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। বিদ্যালয়ের পাকা ভবনটি তীর থেকে পাঁচ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে।'

ডুরিরচর বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বোরহান সরকার জানান, নদী বিদ্যালয়ের কাছে চলে এসেছে। বিদ্যালয়ের ভবন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে ৭৪৫ জন শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, এলাকার আশপাশে আর কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নদীর তীর সংরক্ষণ করে বিদ্যালয়গুলোর ভবন রক্ষা করার দাবি জানিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে নদীর তীরে বেশ কয়েকবার মানববন্ধন করেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আলেয়া ফেরদৌসী জানান, যেসব বিদ্যালয় নদীভাঙনের হুমকিতে রয়েছে, সেগুলোর তালিকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়গুলো রক্ষার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় আলোচনা করা হয়েছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) শরীয়তপুর কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী আবদুল খালেক বলেন, নদীভাঙনের হুমকিতে থাকা বিদ্যালয়গুলো রক্ষা করার জন্য কোনো বরাদ্দ নেই। তা ছাড়া এ বিষয়ে তাঁদের কাছে কোনো নির্দেশনাও আসেনি।